ঝলমলে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ছবি: সঞ্জয় বিশ্বাস

বিধ্বস্ত এলাকায় ছুটলেন অনীত

বৃষ্টিহীন দার্জিলিঙে ঝলমলে কাঞ্চনজঙ্ঘা, বন্ধ পর্যটন কেন্দ্র

অলক সরকার
শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর

প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা অতিক্রম করে পাহাড়ে সোমবারের সকাল ছিল অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি। বৃষ্টিহীন ঝলমলে একটি দিন। তারই মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঁকি দিল কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঘুমন্ত বুদ্ধ দর্শনের পরেই গেঁথে থাকা ভয়গুলি যেন ছেড়ে যাওয়া শুরু করল পাহাড়বাসী শুধু নয়, পর্যটকদের মন থেকেও।

বিধ্বস্ত এলাকার ত্রাণশিবিরে অনীত থাপা। ছবি: সঞ্জয় বিশ্বাস

রোদেলা দিন পেয়ে পর্যটকরা আর কালবিলম্ব করেননি। যে যেখানে ছিলেন, সেখান থেকেই নীচে নামার তোড়জোড় শুরু করে দেন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, ‘আমরা সকালেই যা আভাস পেয়েছি, তাতে ৪০০ জনের মতো পর্যটক নেমে আসছেন। রাত ৮টা–৯টা নাগাদ সকলে পৌঁছে যাবেন। এঁদের মধ্যে ৩৮০ জনেরই নামার কথা ছিল না। পরিস্থিতি দেখে ফিরে যাচ্ছেন। ফলে তার যাবতীয় ব্যবস্থা আমরা করে রাখছি। আগের রাতেও মোট ৬২৮ জনের মতো পর্যটক রাত ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত পাঠিয়েছি ১৫টি বাসে। তাঁদের মধ্যে ৪৮০ জনেরই যাওয়ার কথা ছিল না।’

এদিকে, বৃষ্টি কমায় পাহাড়ি নদীর জলও নামতে শুরু করেছে। ভয়মুক্ত হতে শুরু করেছেন বিধ্বস্ত এলাকার মানুষ। তবে ঘরবাড়ি, স্বজন হারিয়ে সকলেই দিশেহারা। এই পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে খোদ জিটিএ চেয়ারম্যান অনীত থাপা মিরিক, সৌরেনি–সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। মানুষের পাশে দাঁড়ান। অসহায় মানুষকে সহযোগিতার সমস্ত আশ্বাস দেন। তার আগেই পাহাড়ের মৃতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ও চাকরির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনীত থাপা বলেন, ‘মৃত–পিছু ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের এক সদস্যকে চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এ ভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোয় আমাদেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। বিজেপি সরকার এই ঘটনাকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করুক বা না করুক, তা নিয়ে বসে থাকার অবকাশ নেই। বরং আমরা এমন বন্ধুকেই সঙ্গে নিয়ে চলব, যে দুঃখে আমাদের পাশে থাকবে।’

যক্ষ্মার কারণে হৃদ্‌যন্ত্রে সংক্রমণ, মা-শিশুকে বাঁচালেন চিকিৎসকেরা

আজকালের প্রতিবেদন

যক্ষ্মা বা টিবির কারণে হৃদ্‌যন্ত্রে সংক্রমণ হয়েছিল। বিরল টিবি–জনিত হৃদ্‌রোগের জটিলতা থেকে রক্ষা পেয়ে প্রাণে বাঁচলেন শিশু–সহ মা। হাওড়ার ৩২ বছরের এক মহিলা চতুর্থবার গর্ভবতী হন। গর্ভাবস্থায় আচমকা শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাঁর। সল্টলেকের মণিপাল হাসপাতালে ভর্তি হন। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নন্দিনী চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু হয়। ভর্তির সময় রোগীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল। তাঁর টিউবারকুলার পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের ইতিহাস ছিল। এটি এমন একটি বিরল অবস্থা, যেখানে যক্ষ্মা সংক্রমণের কারণে হৃদ্‌যন্ত্রের চারপাশে তরল জমে যায় এবং হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। ২০১৯ সালে ওই রোগী ফুসফুসের যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এবছর আগস্ট থেকে অ্যান্টি–টিউবারকুলোসিস চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে ধরা পড়ে, হৃদ্‌যন্ত্র স্বাভাবিক ক্ষমতায় মাত্র ৩০ শতাংশ রক্ত পাম্প করছে এবং হৃৎপেশির নড়াচড়া মারাত্মক ভাবে কমে গেছে। প্রসূতির ভ্রূণের মধ্যেও সমস্যা দেখা দেয়। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত অস্ত্রোপচার করা হয়। মাত্র ১৫ মিনিটে ২.১ কেজি ওজনের এক শিশুর জন্ম হয়। শিশুটির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক থাকায় নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (নিকু) ভেন্টিলেশন সাপোর্টে দিতে হয়। মায়ের অবস্থাও জটিল থাকায় কৃত্রিম ভাবে শ্বাস–প্রশ্বাস বজায় রাখা হয়। চিকিৎসকদের তৎপরতায় উভয়ের শারীরিক অবস্থা ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হয়।

মিষ্টির দোকানের কর্মী উদ্ধার আশঙ্কাজনক অবস্থায়

আজকালের প্রতিবেদন

মিষ্টির দোকানের ঘর থেকে এক কর্মীর দেহ আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার হল। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে জোড়াবাগান থানা এলাকায়। ওই কর্মীর দেহের পাশ থেকে একটি ছুরিও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এটি খুন নাকি আত্মহত্যার চেষ্টা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জানা গেছে, ওই এলাকার একটি নামী মিষ্টির দোকানের কর্মীর নাম গৌতম প্রধান। দোকানের ওপরের ঘরেই থাকতেন তিনি। রবিবার রাতে খাওয়া–দাওয়া করে গৌতম নিজের ঘরে ঘুমোতে যান। এদিন সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়নি। তাঁর সহকর্মীরা ঘরের বাইরে থেকে একাধিকবার ডাকাডাকি করেন। কোনও সাড়া না পেয়ে সন্দেহের বশে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তাঁরা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন গৌতম। জোড়াবাগান থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গৌতমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। সূত্রের খবর, তাঁর গলায় ধারালো অস্ত্রের সূক্ষ্ম আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা জানতে মিষ্টির দোকানের অন্য কর্মীদের পাশাপাশি, গৌতমের বাড়ির সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা। ঘটনাস্থলের ফরেনসিক পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, জখম ওই ব্যক্তি এখন কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। ফলে তাঁর উপর কেউ হামলা চালিয়েছে, নাকি তিনি নিজে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছেন, তা এখনই স্পষ্ট হচ্ছে না। গৌতমের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলে তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হবে।

৫ শয্যার ডায়ালিসিস ইউনিট

দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ডায়ালিসিস পরিষেবা চালু হতে চলেছে। বেহালার বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঁচ শয্যা নিয়ে ডায়ালিসিস ইউনিট চালু হবে। পরিস্রুত জলের জন্য আরও প্লান্ট বসানো হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে বসানো হবে এই ইউনিট। হাসপাতালের ওপিডিতে কিডনির অসুখের রোগীরা গেলে তাঁদের অন্য সরকারি হাসপাতালে ডায়ালিসিসের জন্য রেফার করা হত। এবার থেকে রোগীদের সেই সমস্যা আর থাকবে না।

প্রকাশিত হল দেবযানী বসু কুমারের চতুর্থ কবিতার বই ‘কবিতার খাতা’। প্রকাশক ‘কারিগর’। বইটির প্রতিটি কবিতায় জীবনের রূপরেখা আর বর্তমান সামাজের জলছবি। অনুষ্ঠানে ছিলেন দেবাশিস কুমার, দেবাশিস সাউ, দেবলীনা কুমার, রাজীব গোয়েঙ্কা ও সমীরেন্দু দত্ত। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন দেবাশিস বসু। ছবি: আজকাল

শিক্ষক নিয়োগে অংশ নিতে চেয়ে মামলা

আজকালের প্রতিবেদন

আসন্ন প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আবেদন নিয়ে মামলায় দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। জানা গিয়েছে, ১৩ হাজার ৪২১টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় সুযোগ চেয়ে হাইকোর্টের পুজোর অবকাশকালীন বেঞ্চের দ্বারস্থ হলেন ২০১৭ ও ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষার অনুত্তীর্ণরা। আগামী ৯ অক্টোবর এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। পুজোর পর এই প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। মামলাকারীদের দাবি, ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেট পরীক্ষায় মোট ৪৭টি প্রশ্নের উত্তর ভুল ছিল। তাই নিয়ে মামলা হয় হাইকোর্টে। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। মামলায় দাবি, ২০২৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হোক। কিংবা প্রশ্ন ভুলের জট না কাটা পর্যন্ত এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হোক।

রাজ্যের বাসেই ফিরছেন পর্যটকেরা

● ১ পাতার পর

পুলিশ প্রশাসনের তরফে উত্তরবঙ্গে ঘুরতে গিয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পর্যটকদের ফেরাতে তৎপর রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। যাঁরা সোমবার উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় ফিরলেন তাঁরা কলকাতায় ফিরে জানালেন তাঁদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা। এক পর্যটক জানান, পাহাড় থেকে সমতলে নামার সময় দেখলাম রাস্তায় বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে। কোথাও আবার রাস্তার মাঝখানে বড় গর্ত। কোথাও আবার রাস্তায় ধস। বহু রাস্তা বন্ধ। ঘুরপথে প্রাণ হাতে নিয়ে পাহাড় থেকে সমতলে নামলাম। পর্যটকরা জানান, এই পরিস্থিতিতে অনেক গাড়িচালক ভাড়া দুই তিনগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে কলকাতায় আসার বিমানের ভাড়াও এই পরিস্থিতিতে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। কলকাতায় ফেরার একাধিক ট্রেন বাতিল হয়েছে এবং অনেক ট্রেন দেরিতে চলছে। অন্যদিকে মিরিকে ঘুরতে গিয়ে আটকে রয়েছেন কলকাতার গড়িয়ার যুবক তপব্রত মণ্ডল। তিনি সোমবার টেলিফোনে জানান, পঞ্চমীতে যাদবপুরের বাসিন্দা এক বন্ধুকে নিয়ে বাইকে করে পাহাড়ে ঘুরতে যান। মিরিকের এক হোটেলে ছিলেন শনিবার। ওই দিন রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। তপব্রত বলেন, ‘অনেক মানুষের মৃত্যুর খবর শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। এর আগেও পাহাড়ে এসেছি এমন দৃশ্য দেখিনি। সোমবার বৃষ্টি খুব বেশি হয়নি সমতলে ফিরতে চেষ্টা করছি। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।’ অনেকে এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ে ঘোরার পরিকল্পনা কাটছাঁট করে বাড়ি ফিরতে চাইছেন। যেমন উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ থেকে ১৮ জন ও বারাসাত থেকে ৩ জন পর্যটকের একটি দল গত শনিবার দার্জিলিং পৌঁছান। মিরিক যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তা বাতিল করে দার্জিলিং এর একটি হোটেলেই আছেন। সোমবার দার্জিলিং থেকে টেলিফোনে পর্যটক জাকির হোসেন জানান, স্থানীয় পুলিশ খুব সাহায্য করছে। বসিরহাট জেলা পুলিশও যোগাযোগ করেছিল আমাদের সঙ্গে। আমরা নিরাপদে আছি। হোটেলে থাকতে সমস্যা হচ্ছে না। এবার বাড়ি ফিরে যাবো। মঙ্গলবার নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনে ফেরার টিকিট কাটা আছে। কিন্তু ট্রেন অনেক বাতিল হচ্ছে তাই চিন্তিত।

নামছে জলস্তর, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে

● ১ পাতার পর

তোর্সা থেকে সংকোশ, রায়ডাক, কালজানি, ডিমা, শিশামারা, হলং–সহ বিভিন্ন নালা, ঝোরাগুলিতে জল নেমে যায়। স্বস্তি পান জেলার মানুষ। এদিকে, মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ছাড়াও বন দপ্তরের প্রধান সচিব, কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলাতে। ঘনঘন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। আলিপুরদুয়ার জেলায় কমবেশি ২৫টির বেশি চা–বাগানে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তবে এদিন কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে চা–বাগান। তবে ডলোমাইট ঢুকে পড়ে সুভাষিণী চা–বাগান বিপাকে পড়েছে। ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে বাগানটির।

***তথ্য সহায়তা:** গিরিশ মজুমদার, অম্লানজ্যোতি ঘোষ, দিব্যেন্দু ভৌমিক, পার্থসারথি রায়*

মহেশতলায় আগুন, চাঞ্চল্য এলাকায়

আজকালের প্রতিবেদন

মহেশতলার রামপুরে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটি বড় গাড়ির শো–রুমে আগুন লেগে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, মহেশতলা থানা এলাকায় মহেশতলা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের রামপুরে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের ধরেই মরিস গ্যারাজ নামে একটি গাড়ির সার্ভিস সেন্টার তথা শো–রুম রয়েছে। সেখানেই ভয়াবহ আগুন লাগে। এলাকার বাসিন্দারা জানান, এদিন রাত পৌনে ১০টা নাগাদ ওই শো–রুমে আগুন দেখতে পান তাঁরা। তাতে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে থাকে। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। মহেশতলা থানা থেকে পুলিশ বাহিনীও আসে। এলাকার মানুষ জড়ো হন ঘটনাস্থলে। পুলিশের পক্ষ থেকে মাইকিং করে তাঁদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। দমকলের আরও কয়েকটা ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। তবে দমকলের ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ আগুন নেভেনি বলেই জানা গেছে। আগুন কিভাবে লেগেছে এখনও তা স্পষ্ট নয়। কত টাকার ক্ষতি হয়েছে, তাও সঠিক ভাবে জানা যায়নি। দমকল সূত্রে বলা হয়েছে, আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোন খবর নেই।

pnb Housing
Finance Limited
Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট–IV–A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)–এর ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com
শাখা অফিস কলকাতা: ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচে র টেবিলে কলাম নং ‘D’–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং ‘C’–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী **‘যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’ তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.pnbhousing.com**.

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি–র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
NHL/KOL/0317/359876, NHL/ KOL/1018/597350 এবং NHL/KOL/0915/240902 **সুশান্ত মেটিয়া, এস অ্যান্ড এস ইন্ডাস্ট্রিজ, সুজিত কুমার মেটিয়া, মীরা মেটিয়া, দিশারি মেটিয়া** **শাখা অফিস: কলকাতা এবং সাউথ কলকাতা**	₹ ১,১৪,১৭,৫২৭.৬৬ এবং ২১.০৭.২০২১	বাস্তবিক দখল	দফা নং ১ সংবলিত বন্ধকি সম্পত্তি সংক্রান্ত: আবাসিক ফ্ল্যাট/ ইউনিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ২৫৪৮ বর্গফুট, তৎসহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৪৯.৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি দোকানঘর, বিল্ডিংটি জি+৫ তলবিশিষ্ট, হোল্ডিং নং ১৪৮/এ (নতুন), জি টি রোড (ওয়েস্ট), থানা– চন্দননগর, জেলা– হুগলি, ওয়ার্ড নং ৩, চন্দননগর পুরনিগম, এর নিম্নস্থিত জমির পরিমাপ ৭ কাঠা ৭ ছটাক ৩১ বর্গফুট, মৌজা– চন্দননগর, শিট নং ২, জে এল নং ১, আর এস খতিয়ান নং ২৯৭, এল আর খতিয়ান নং ১৯২৪, আর এস দাগ নং ৫২৯, ৫৩০, এল আর দাগ নং ৬৭৪, ৬৭৩। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– এল আর দাগ নং ৬০৬; দক্ষিণ– এল আর দাগ নং ৬৭২ এবং যৌথ পরিসর; পূর্ব– জি টি রোড, পশ্চিম– অংশ বিশেষে এল আর দাগ নং ৫৩০ ও ৬৭৫। দফা নং ২: উপরিস্থিত ১৫০ বর্গফুট মাপের আবাসিক (সিমেন্টের) কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ০৩ ছটাক ১৫ বর্গফুট বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, আর এস খতিয়ান নং ২৯৭, এল আর খতিয়ান নং ১৯৯, আর এস দাগ নং ৫৩০, এল আর ৬৭৩, আর এস দাগ নং ৫২৯, এল আর ৬৭৪, মৌজা– চন্দননগর, শিট নং ২, জে এল নং ১, থানা– চন্দননগর, জেলা– হুগলি, চন্দননগর পুরনিগমের ০৩ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, পিন–৭১২১৩৬, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং সাবেক ১৩০/এ, পরবর্তীতে ১৪৮/এ এবং বর্তমানে ১৬২, জি টি রোড (ওয়েস্ট), তৎসহ এর সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় এজমালি অধিকার ও যৌথ পরিসর ব্যবহারের সমানাধিকার। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– দাগ নং ৬৭৩ সংবলিত প্লট এবং কর্পোরেশনের জমি; দক্ষিণ– আন্তঃজমি যৌথ পরিসর, এই দলিলের জমি এবং ১২ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর, জি টি রোড কানেক্টর; পূর্ব– দাগ নং ৬৩৬, ৬৭২, ৬৭৫ সংবলিত প্লট এবং যৌথ পরিসর; পশ্চিম– দাগ নং ৬৭৫ সংবলিত প্লট।	₹ ১,৬৭,১৪,০০০.০০	₹ ১৬,৭১,৪০০.০০	২৪.১০.২৫	₹ ১,০০,০০০.০০	১৫.১০.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৫.১০.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টা	পিএনবি ব্যাঙ্ক বনাম পিএনবি এইচএফএল, এসএ নং ২৬/২০২৫, ডিআরটি–I
HOU/KOL/0717/407560 এবং NHL/ KOL/0817/417186 **রাজেশ গুপ্তা, সীমা গুপ্তা** **শাখা অফিস: কলকাতা**	₹ ২৪,৯৪,৩০১.৯৬ এবং ২৪.০৬.২০২১	বাস্তবিক দখল	সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ২২ বর্গফুট মাপের জমিতে নির্মিত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ফোর্থ ফ্লোরে পিছন দিকের অংশে পশ্চিমভাগে সামান্য কমবেশি ৬৮০ বর্গফুট মাপের ফ্ল্যাট নং ৪বি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ২৪এ, কাঁকুড়গাছি সেকেন্ড লেন, কলকাতা–৭০০০৫৪, থানা– ফুলবাগান, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩১ নং ওয়ার্ড, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পাঁচুগোপাল সেনাপতি ও অন্যদের বাড়ি; দক্ষিণ– বিশ্বনাথ সেনাপতি ও অন্যদের বাড়ি; পূর্ব– কাঁকুড়গাছি সেকেন্ড লেন; পশ্চিম– প্রেমিসেস নং ১৪, কাঁকুড়গাছি রোড, কলকাতা–৭০০০৫৪।	₹ ৩২,৫২,০০০.০০	₹ ৩,২৫,২০০.০০	২৪.১০.২৫	₹ ১০,০০০.০০	১৫.১০.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৫.১০.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টা	ডব্লিউপিএ ২০৪৩৫/২০২১, রাজেশ গুপ্তা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য, মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট এবং এসএ নং ৬১২/২০২২, রাজেশ গুপ্তা বনাম পিএনবি এইচএফএল
HOU/KOL/0719/722059 **শেখ তুহাবুল ইসলাম এবং মিসেস ঋতুপর্ণা খাতুন** **শাখা অফিস: কলকাতা**	₹ ২৯,৫৮,৭১৬.১৬ এবং ১৫.০২.২০২৪	বাস্তবিক দখল	‘কৃষ্ণা অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি ৫ কাঠা ৭ ছটাক ৪৩ বর্গফুট জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে (২ নং ফ্লোরে) উত্তর–পূর্ব অংশে সামান্য কমবেশি ১০৮০ (এক হাজার আশি) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ‘সি’, তৎসহ ‘কৃষ্ণা অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক ওই বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোরে) উত্তর–পূর্ব অংশে সামান্য কমবেশি ১২০ বর্গফুট মাপের একটি কার পার্কিং স্পেসের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: অ্যাসেসি নং ৪১–১৩২–১০–০৫০০–০, মৌজা– বেহালা, পরগনা– বালিয়া, জে এল নং ২, তৌজি নং ৩৪৬, খতিয়ান নং ৪৬০ ও ৪৫৫, দাগ নং ৩১৪০ ও ৩১৪১, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৬৮, সাগর মান্না রোড নামে চিহ্নিত ও পরিচিত, ডাক ঠিকানা: ৩১, সাগর মান্না রোড, থানা– পর্ণশ্রী, কলকাতা–৭০০০৬০। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– বঙ্কিম মান্নার বাড়ি; দক্ষিণ– রবীন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যদের বাড়ি; পূর্ব– ১৭ ফুট চওড়া সাগর মান্না রোড; পশ্চিম– চম্বলা দাসীর টালির ছাউনি দেওয়া কাঠামো। সামান্য কমবেশি ৭ কাঠা ৭ ছটাক ৩১ বর্গফুট মাপের জমিতে নির্মিত জি+৫ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ে সামান্য কমবেশি ২৪৯.৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট গ্রাউন্ড ফ্লোরের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং ১৪৮/এ (নতুন), জি টি রোড (ওয়েস্ট), থানা– চন্দননগর, জেলা– হুগলি, ওয়ার্ড নং ৩, চন্দননগর পুরনিগম, মৌজা– চন্দননগর, শিট নং ২, জে এল নং ১, আর এস খতিয়ান নং ২৯৭, এল আর খতিয়ান নং ১৯২৪, আর এস দাগ নং ৫২৯, ৫৩০, এল আর দাগ নং ৬৭৪, ৬৭৩। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– এল আর দাগ নং ৬০৬; দক্ষিণ– এল আর দাগ নং ৬৭২ ও যৌথ পরিসর; পূর্ব– জি টি রোড; পশ্চিম– এল আর দাগ নং ৫৩০ ও ৬৭৫–এর অংশ। দফা নং ২: টালি আচ্ছাদিত সামান্য কমবেশি ১৫০ বর্গফুট মাপের একটি আবাসিক (সিমেন্টের) কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ০৩ ছটাক ১৫ বর্গফুট বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস খতিয়ান নং ২৯৭, এল আর খতিয়ান নং ১৯৯, আর এস দাগ নং ৫৩০, এল আর ৬৭৩, আর এস দাগ নং ৫২৯, এল আর ৬৭৪, মৌজা– চন্দননগর, শিট নং ২, জে এল নং ১, থানা– চন্দননগর, জেলা– হুগলি, চন্দননগর পুরনিগম, ওয়ার্ড নং ০৩, পিন–৭১২১৩৬, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং সাবেক ১৩০/এ, পরবর্তীতে ১৪৮/এ এবং বর্তমানে ১৬২, জি টি রোড (ওয়েস্ট), তৎসহ এর সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় এজমালি অধিকার ও যৌথ পরিসর। এই জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– দাগ নং ৬৭৩ সংবলিত প্লট এবং কর্পোরেশনের জমি; দক্ষিণ– মাঝের জমি, যৌথ পরিসর, এই দলিলের জমি এবং ১২ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর, জি টি রোড কানেক্টর; পূর্ব– দাগ নং ৬৩৬, ৬/২, ৬৭৫ সংবলিত প্লট এবং যৌথ পরিসর; পশ্চিম– দাগ নং ৬৭৫ সংবলিত প্লট।	₹ ৩৪,১৮,০০০.০০	₹ ৩,৪১,৮০০.০০	২৪.১০.২৫	₹ ১০,০০০.০০	১৫.১০.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৫.১০.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টা	এসএ ৪৪১/২০২৪, ঋতুপর্ণা খাতুন বনাম পিএনবি এইচএফএল, ডিআরটি–III
HOU/ SKOL/ 0620/798195 **সুব্রত সরকার, ফুলু সরকার** **শাখা অফিস: কলকাতা**	₹ ১৮,৯১,৮৪৯.৬৩ এবং ২৬.০৭.২০২১	বাস্তবিক দখল	সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা ১১ ছটাক ৮ বর্গফুট অর্থাৎ, প্রায় ৭.২০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের ওপর নির্মিত ও দণ্ডায়মান ‘সম্রাট টাওয়ার’ নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে (চতুর্থ তল) সামান্য কমবেশি ৯৪৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ‘সি/৩’–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং ২৭/২০ (পুরনো), ২/৪০/২৮ (নতুন), বাগবাজার রোড, মৌজা– মল্লিকেরবাগ, পরগনা– হাভেলি শহর, জে এল নং ১, আর এস নং ৩৪, তৌজি নং ২৪২/২৪৬৩, জমিনদারি খতিয়ান নং ২৯ ও ৩০, আর এস খতিয়ান নং ৮৬৯, এল আর খতিয়ান নং ৪১৯৭, আর এস দাগ নং ১০২, এল আর দাগ নং ৫৯২, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– বীজপুর, হালিশহর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মিঃ পাঁচকড়ির বাড়ি; পূর্ব– শম্ভু ঘোষের বাড়ি; দক্ষিণ– পুরসভার ৬.৩২ মিটার চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– ২.৪ মিটার চওড়া রাস্তা এবং গুরুপ্রসাদ চক্রবর্তীর বাড়ি।	₹ ১৮,১৭,০০০.০০	₹ ১,৮১,৭০০.০০	২৪.১০.২৫	₹ ১০,০০০.০০	১৫.১০.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৫.১০.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টা	জানা নেই
HOU/KOL/0816/307791 **রিনারানি মণ্ডল / দ্বৈপায়ন মণ্ডল** **শাখা অফিস: কলকাতা**	₹ ৮,৪০,৮৭৪.৯৩ এবং ০৭.০৯.২০২১	বাস্তবিক দখল	নিম্নোক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফ্ল্যাট নং ‘সি৩’, ৩ নং ফ্লোরের দক্ষিণ–পশ্চিম পার্শ্বে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৭০ বর্গফুট, এতে অন্তর্ভুক্ত দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি টয়লেট ও একটি ব্যালকনি, উক্ত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংটি সামান্য কমবেশি ৬.৬ ডেসিমেল বা সামান্য কমবেশি ৪ কাঠার সমতুল মাপের জমিতে নির্মিত, মৌজা– তারাপুকুরিয়া, জে এল নং ১২, রে সা নং ২৭, তৌজি নং ১৭৮, আর এস দাগ নং ৩৩০, আর এস খতিয়ান নং ২১, পরিমার্জিত খতিয়ান নং ১০, নতুন সংশোধিত খতিয়ান নং ২২৫৯, হোল্ডিং নং ৩৪, বি সি সেন রোড (ডি এস সরণি), ওয়ার্ড নং ৪, থানা– খড়দহ, কলকাতা–৭০০১১৯, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পানিহাটি পুরসভার এলাকাধীন, জমিটি বাস্তু হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– যুধিষ্ঠির দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; পূর্ব– বি সি সেন রোড; পশ্চিম– বি এম ঘোষের সম্পত্তি।	₹ ৯,৭২,০০০.০০	₹ ৯৭,২০০.০০	২৪.১০.২৫	₹ ১০,০০০.০০	১৫.১০.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৫.১০.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টা	জানা নেই
HOU/KOL/1220/838845 **অনুপম দাস/ রিঙ্কি দাস** **শাখা অফিস: কলকাতা**	₹ ১৮,৩২,৩৫৫.৪৭ ১০.১১.২০২৩	বাস্তবিক দখল	সামান্য কমবেশি ১০২৯.৯৩ বর্গফুট মাপের দোতলা বাড়ি (প্রথম তল বা গ্রাউন্ড ফ্লোরের মাপ প্রায় ৬৩৭.৬৫ বর্গফুট এবং দ্বিতীয় তল বা ফার্স্ট ফ্লোরের মাপ প্রায় ৩৯২.২৮ বর্গফুট) সমেত সামান্য কমবেশি প্রায় ১৫ ছটাক ১৩ বর্গফুট চিহ্নিত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– উত্তর চন্দননগর, জে এল নং ২১, আর এস খতিয়ান নং ৫৮৫, আর এস দাগ নং ৯৩৮, হোল্ডিং নং ৬৫/১২, মাঝের রাস্তা ইস্ট, থানা– চুঁচুড়া, হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার ২৭ নং ওয়ার্ড, জেলা– হুগলি। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– অন্যের সম্পত্তি; দক্ষিণ– অন্যের সম্পত্তি; পূর্ব– পুকুর; পশ্চিম– পুরসভার ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা।	₹ ১৭,২৫,০০০.০০	₹ ১,৭২,৫০০.০০	২৪.১০.২৫	₹ ১০,০০০.০০	১৫.১০.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৫.১০.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টা	জানা নেই
HOU/KOL/0419/683356 **মদন সাউ, মীনা দেবী এবং উদয়চাঁদ সাউ** **শাখা অফিস: কলকাতা**	₹ ২১,৪৪,৪১৭.৬৫ এবং ২৯.০২.২০২০	বাস্তবিক দখল	জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, সাব–ডিভিশন– আসানসোল, সাব–রেজিস্ট্রি অফিস– কুলটি, মৌজা– দিশেরগড়, জে এল নং ৩৯, নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, আর এস প্লট নং ২৮৩, আর এস খতিয়ান নং ৫৮৫, সংশ্লিষ্ট এল আর প্লট নং ৪৭৭, এল আর খতিয়ান নং ৪৮২, বর্তমানে এল আর খতিয়ান নং ১৪৫৮ ও ১৪৮১, পরিমাপ– সামান্য কমবেশি ০৩ (তিন) কাঠা ১৩ (তেরো) ছটাক বা ৬½ ডেসিমেলের সমতুল, তৎসহ একটি একতলা বাড়ি যার কভার্ড এরিয়া ৯০১ বর্গফুট, তৎসহ যাবতীয় ফিটিংস ও ফিক্সচারস সহ এবং এটি সম্পর্কিত ইজমেন্ট অধিকার, বিল্ডিংটি ১০ বছরের পুরনো, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩৩৩। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– শ্রী উমাপদ ব্যানার্জির জমি; দক্ষিণ– ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– শ্রী পরিমল ব্যানার্জির জমি ও বাড়ি; পশ্চিম– শ্রী অনুজ হাজরা ও অন্যদের জমি ও সম্পত্তি।	₹ ১৮,৪৭,০০০.০০	₹ ১,৮৪,৭০০.০০	২৪.১০.২৫	₹ ১০,০০০.০০	১৫.১০.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৫.১০.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টা	জানা নেই
HOU/ SKOL/0718/558026 **বরুণ ঘোষ, পিয়া কর্মকার** **শাখা অফিস: সাউথ কলকাতা**	₹ ২৮,৫০,৫১৯.৭৬ এবং ১৬.০১.২০২০	বাস্তবিক দখল	জি+২ তলবিশিষ্ট বিল্ডিং সমেত সামান্য কমবেশি ৮ কাঠা মাপের বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত ‘বরানগর অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে (সেকেন্ড ফ্লোর) দক্ষিণ–পশ্চিম দিক অভিমুখী ও সামান্য কমবেশি ৭৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৯ (মার্বেলের মেঝে দেওয়া, ২৫ বছরের বেশি পুরনো)–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– নোয়াপাড়া, জে এল নং ৯, আর এস নং ২২, তৌজি নং ১৭৩, আর এস দাগ নং ১৪৬৭, আর এস খতিয়ান নং ২২৫, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১০১, প্রেমিসেস নং ১০৪/১/১/৯, এ কে মুখার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০৯০, থানা– বরানগর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ২৮, বর্তমান নং ১৬, বরানগর পুরসভার এলাকাধীন। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১০৩, এ কে মুখার্জি রোড; দক্ষিণ– যৌথ পরিসর; পূর্ব– এ কে মুখার্জি রোড; পশ্চিম– জলাধার।	₹ ১৮,৮৬,০০০.০০	₹ ১,৮৮,৬০০.০০	২৪.১০.২৫	₹ ১০,০০০.০০	১৫.১০.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৫.১০.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টা	জানা নেই

*** তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং ‘K’–তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।**

১. আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। **২.** নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং ‘K’–তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল–এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)–কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে। **৩.** অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(৩)–এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে। **৪. ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুড়গাঁও, হরিয়ানা– ১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: পিএনবিএইচএফএল–এর অনুমোদিত ব্যক্তি মিঃ ইন্দ্র সেন যাদব, টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১২০ ৮৮০০, ই–মেল: auction@pnbhousing.com অথবা www.pnbhousing.com দেখতে পারেন।**

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ০১.১০.২০২৫
স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

মাউন্ট মানাসলুর শিখর জয় শুভমের

মলয় সিন্‌হা

পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শিখর মাউন্ট মানাসলু (৮১৬৩ মিটার) জয় বাংলার পর্বতারোহী শুভম চ্যাটার্জির। ২৮ সেপ্টেম্বর ছিল দুর্গাপুজোর মহাষষ্ঠী। বাংলা জুড়ে উৎসবের আমেজ। সেদিন সকাল ৬.১৮ মিনিটে পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শিখরে সফল আরোহণ করে হুগলির এই তরুণ আরোহী। তাঁর এই অভিযানে সঙ্গী ছিলেন নেপালের শেরপা গাইড দাওয়া গ্যাঞ্জেন শেরপা। ৫ সেপ্টেম্বর এই আট হাজার মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট শিখর জয়ের লক্ষ্যে কাঠমান্ডু রওনা দিয়েছিলেন তিনি। নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই অভিযান করেছেন।

মাউন্ট মানাসলুর শিখরে শুভম চ্যাটার্জি।

হুগলির হিন্দমোটরের বাসিন্দা শুভম চ্যাটার্জি। পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু পাহাড় তাঁর প্রথম ভালবাসা।

অভিযান নিয়ে শুভম জানালেন, ‘৬ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডু পৌঁছোই। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৭ সেপ্টেম্বর বেসক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নেপালে হঠাৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য তিনদিন হোটেল–বন্দি ছিলাম। অবশেষে ৯ সেপ্টেম্বর হেলিকপ্টারে পৌঁছোলাম সামাগাঁও। আবহাওয়া ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সেখানে দু’দিন ছিলাম। ১১ সেপ্টেম্বর বেসক্যাম্পে পৌঁছোলাম। শুরু হল আমার অভিযান।’ তিনি আরও জানালেন, ‘বিখ্যাত পর্বতারোহী নির্মল পুর্জার এজেন্সি এলিট এক্সপেড মাধ্যমে আমি মানাসলু অভিযান করি। আমি ছাড়াও অন্যান্য দেশের আরও কয়েকজন আরোহী ছিলেন। আমার সৌভাগ্য এই অভিযানে নির্মল পুর্জাও ছিলেন। ২৮ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা নাগাদ শেরপা ও আমি ক্যাম্প–৪ থেকে সামিটের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম। এই সময় মূলত আবহাওয়া ক্রমশ পরিবর্তন হয়। সঙ্গে তীব্র ঠান্ডা হাওয়া এবং বিপদসঙ্কুল পথ পেরিয়ে সকাল ৬.১৮–তে আসে সাফল্য।’ শুধু নেপাল নয়, শুভম চ্যাটার্জি ওশিয়ানিয়ার সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি মাউন্ট গিলুয়ে ও সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট উইলহেম, ইওরোপের সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এলব্রুস, উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি পিকো ডি ওরিজাবা–সহ অনেকগুলি সফল অভিযান করেছেন তিনি। প্রচার বিমুখ বাংলার এই আরোহীর আগামী ডিসেম্বরে আন্টার্টিকা অভিযান করার পরিকল্পনা রয়েছে।